যুগান্তর

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...২...

ধামরাইয়ে হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয়

ভর্তি পরীক্ষায় অনিয়ম অভিভাবক গ্রেফতার

ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি

রোববার ঢাকার ধামরাইয়ে হার্ডিঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় ব্যাপক অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ উঠেছে। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের দিন ভর্তি ফরম জমাদানের শেষ তারিখ নির্ধারণ করায় ১৭ ডিসেম্বর ফরম জমা দিতে গেলে অনেকেরই ফরম জমা নেয়নি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ প্রধান শিক্ষক মো. হযরত আলী বিএসসি ও শিক্ষক প্রতিনিধি মো. মোকলেসুর রহমানের দিকে।

আসন না পেয়ে অনেক পরীক্ষার্থীই ভর্তিপরীক্ষা দিতে পারেনি। এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করতে গিয়ে এক অভিভাবক পুলিশের হাতে আটক হন। দিনভর আটক শেষে সন্ধ্যায় ওই অভিভাবককে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্ত ওই দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় বিচার দাবিতে একাট্টা হয়েছেন অভিভাবকরা। এ ঘটনা কেন্দ্র করে ব্যাপক তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য ধামরাই হার্ডিঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ১০০ টাকা মূল্যে ১২১৬টি ফরম বিক্রি করা হয়। এসব পরীক্ষার্থীর জন্য পর্যাপ্ত আসন ব্যবস্থা না করেই তারা রোববার ওই ভর্তি পরীক্ষার আয়োজন করে। এদিকে ফরম জমাদানের শেষ তারিখ ১৬ ডিসেম্বর নির্ধারণ করায় অনেকেই ফরম জমা দিতে পারেনি। ফলে তারা রোববারের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। এদিকে সব পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতর প্রবেশ করার আগেই সকাল সাড়ে ৯টার দিকে শিক্ষক প্রতিনিধি মো. মোকলেসুর রহমানের নির্দেশে প্রধান ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে অনেক পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতর আসন না পেয়ে অভিভাবকদের কাছে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকরা। এ সময় শিক্ষক প্রতিনিধি মো. মোকলেসুর রহমানের নির্দেশে ধামরাই থানা পুলিশ মোসাম্মাৎ লাভলী আক্তার নামে এক অভিভাবককে গ্রেফতার করে। পরে তাকে দিনভর থানায় আটকে রেখে সন্ধ্যার দিকে ছেড়ে দেয়। এ নিয়ে অভিভাবকরা অভিযুক্ত ওই দুই শিক্ষকের বিভাগীয় বিচার ও শাস্তি দাবিতে একাট্টা হয়েছেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় বিরাজ করছে চরম উত্তেজনা ও থমথমে পরিস্থিতি।